ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ - একাদশ জাতীয় সংসদ

১ম হতে ২২তম অধিবেশন (জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩) শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: পার্লামেন্টওয়াচ কী এবং টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

পার্লামেন্টওয়াচ হচ্ছে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমসমূহের ওপর টিআইবির নিয়মিত তথ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন। সরকার কীভাবে সংসদে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে এবং সরকার ও বিরোধীদলের সংসদ সদস্যরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছেন, তা সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য। জাতীয় সংসদ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। সংসদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকাও অপরিসীম। তাই এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সংসদকে কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ সংসদ ব্যবস্থাপনায় টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, একাদশ জাতীয় সংসদের ওপর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হচ্ছে, যেখানে এই সংসদের ১ম থেকে ২২তম অধিবেশনের (**জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩**) কার্যক্রম ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কত দূর?

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা; জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা এবং সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। এই গবেষণায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের (**জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩**) সংসদীয় ও স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড এবং মুখ্য তথ্যদাতার (সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং গবেষক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র। জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১ম হতে ২২তম সংসদ অধিবেশনের প্রায় ৭৪৪ ঘন্টা রেকর্ডিং হতে অনুলিপি প্রণয়ন; অনুলিপি ও নথিপত্র হতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার মূল বিষয়সমূহ কি?

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো- * সংসদ ও সংসদ সদস্যদের পরিচিতি; * রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ধন্যবাদ প্রস্তাব; * আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও বাজেট; * জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম; * সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা; * সংসদীয় কার্যক্রমের উন্মুক্ততা; * নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন; * টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সার্বিক পর্যবেক্ষণ কি?

প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন একাদশ সংসদ নির্বাচনে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে (আইন প্রণয়ন, বাজেট, স্থায়ী কমিটি) একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দল হয়ে সংসদীয় কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দল দ্বৈত ভূমিকা পালন করায় সংসদকে কার্যকর করে তুলতে বিরোধী দলের শক্তিশালী ভূমিকা পালনে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। সংসদে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমসমূহকে তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সার্বিকভাবে বিগত সংসদগুলোর চেয়ে (নবম ও দশম সংসদ) ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার হ্রাস পেয়েছে। পূর্বের সংসদগুলোর চেয়ে আইন প্রণয়নে (বিল পাস) গড় সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক বিতর্কের ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাছাড়া আইন প্রণয়নে সরকারি দলের অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে লক্ষ্য করা যায়। বরাবরে মতোই প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণ ও জবাবদিহি অনুপস্থিত ছিল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই নামমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই বাজেট ও অর্থবিল পাস করা হয়। সংসদীয় কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকার ও দলীয় অর্জন ও প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষদলের প্রতি আক্রমনাত্মক সমালোচনার প্রাধান্য পেয়েছে। স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠকের ঘাটতি; দেশের জরুরী পরিস্থিতিতেও সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের বৈঠক করার প্রতি গুরুত্বহীনতা লক্ষ্য করা গেছে। তা ছাড়া স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ও তা বাস্তবায়নের চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয় কারণ কমিটিগুলোর রিপোর্ট সহজলভ্য নয় এবং প্রতিবেদন তৈরির নির্ধারিত একক কাঠামো নেই। সংসদে

নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে তা ৩৩% নিশ্চিত করা যায়নি। নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিল।

প্রশ্ন ৬: গবেষণা অনুযায়ী সংসদে কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময় কত ছিল এবং এর আর্থিক মুল্য কি পদ্ধতিতে প্রাক্কলন করা হয়?

কোরাম সংকটে মোট ৫৪ ঘন্টা ৩৮ মিনিট ব্যয় হয় যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৬.৫%। কার্যদিবস প্রতি গড় ১৪ মিনিট ০৮ সেকেন্ড ব্যয় হয়। ৮৪% কার্যদিবসে নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয় এবং ১০০% কার্যদিবসে বিরতির পর নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয়। সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় অর্থমূল্য প্রায় ২,৭২,৩৬৪ টাকা। এই হিসেবে কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময়ের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য প্রায় ৮৯ কোটি ২৮ লক্ষ ০৮ হাজার ৭৭৯ টাকা।

কোরাম সংকটের সময় সম্পর্কিত তথ্য সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রমের রেকর্ড থেকে স্টপওয়াচের মাধ্যমে গণনা করা হয়। অধিবেশন শুরুর বিলম্বিত সময় এবং বিরতির পর অধিবেশন শুরুর বিলম্বিত সময় যুক্ত করে মোট কোরাম সংকট হিসাব করা হয়। সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্য একাদশ সংসদ চলাকালীন অর্থবছরগুলোর জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে তা থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে টিআইবি ১৩ দফা সুপারিশ উত্থাপন করেছে। সুপারিশগুলো হল: (১) জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে, বিরোধী দলের শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে; (২)সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে; (৩) সরকারি দলের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিরোধী দলের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে; (৪) 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে; (৫) সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে জোরালো ভূমিকা নিতে হবে; (৬) অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা না করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে কার্যকর অংশগ্রহণ ও ফলপ্রসূ আলোচনা নিশ্চিত করতে দলীয় প্রধান ও হুইপের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে; (৭) সংসদীয় কার্যক্রম বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সেখানে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; (৮) রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা থাকতে হবে; (৯) এসডিজি বাস্তবায়নসহ আন্তর্জাতিক সব চুক্তি আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপন করতে হবে; (১০) আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সব বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; (১১) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক ও প্রতিবেদন প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে; (১২) সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকেও কার্যকর করতে হবে; এবং (১৩) জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে ও হালনাগাদ করতে হবে, যেমন - সংসদ অধিবেশন ও কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য; সকল সংসদ সংদস্যদের পূর্ণাঙ্গ হলফনামা এবং সম্পদের হালনাগাদ তথ্য; সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য; সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিবেদন; এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য।

প্রশ্ন ৮: পার্লামেন্ট নিয়ে গবেষণা করার অধিকার টিআইবির মতো প্রতিষ্ঠানের আছে কি-না?

জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছেন তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা এই অধিকার পূরণে সহায়ক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংসদকে কার্যকর ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ বা বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংসদ রিপোর্ট কার্ড বা সংসদ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) রয়েছে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের অধিকার টিআইবির মতো প্রতিষ্ঠান গুলোর রয়েছে।

প্রশ্ন ৯: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নিধারিত তথ্য কর্মকতা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org